Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুশিদাবাদ।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

চক্রবর্ত্তী সাইকেল ষ্টোর

সাইকেল, টায়ার, টিউব, হ্যাসাগ, গ্রামোফোন প্রভৃতি পার্টস বিক্রেতা ও মেরামতকারক। নির্দ্ধারিত সময়ে সাইকেল সরবরাহ করা হয়।

রঘুনাথগঞ্জ মেছুয়াবাজার (কদমতলা)

৪১শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুশিদাবাদ—২রা চৈত্র বুধবার ১৩৬১ ইংরাজী 16th Mar. 1955 | ৪২শ সংখ্যা।

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Service

অগ্রগতির পথে নূতন পদক্ষেপ

হিন্দুস্থান তাহার যাত্রাপথে প্রতি বৎসর নূতন নূতন সাফল্য, শক্তি ও সমৃদ্ধির গৌরবে দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

নূতন বীমা (১৯৫৩)

১৮ কোটি ৮৯ লক্ষের উপর

হিন্দুস্থানের উপর জনসাধারণের অবিচলিত আস্থার উজ্জ্বল নিদর্শন।

ভারতীয় জীবন বীমার ক্ষেত্রে

পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা **২ কোটি ৪২ লক্ষ বৃদ্ধি**

সমসাময়িক তুলনায় সর্ব্বাধিক

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড,

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা—১৩

শাখা অফিস: ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা চৈত্র বুধবার সন ১৩৬১ সাল।

"যার গরুকে কুমীরে খায়, তার ঢেঁকি দেখে ভয় হয়।"

—০)-(০—

ভারতমাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান মহাত্মা গান্ধির আততায়ী হস্তে নিহত হওয়ার পর প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল প্রমুখ দেশের বল ভরসা নেতাদের জীবন সম্বন্ধে সত্যসত্যই ভয় হয়। গত ১২ই মার্চ্চ মধ্যাহ্ন পৌনে বারটার সময় ভারতের বর্ত্তমান আশা ভরসা প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু যখন নাগপুর বিমান ঘাটিতে স্থানীয় রাজপুরুষ ও প্রধান জনগণের দ্বারা যথারীতি সম্বর্দ্ধিত হইয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরবিশঙ্কর শুক্লের বাসভবনে খোলা মোটর গাড়ীতে দণ্ডায়মান অবস্থায় যাইতেছিলেন তখন একজন সবুজ শার্ট ও লাল হাফ প্যাণ্ট পরিহিত ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি লম্বা মারাঠি সাইকেল রিক্সা-চালক তাহার রিক্সা দ্বারা প্রধান মন্ত্রীর মোটরের গতি রোধ করে এবং মোটরের পাদানিতে লাফাইয়া উঠে। প্রধান মন্ত্রীর ডানদিকে ছিলেন গবর্ণর পট্টভি সীতারামিয়া এবং বামদিকে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল। গবর্ণরের মিলিটারী সেক্রেটারী ও কয়েকজন পুলিশ লোকটিকে কাবু করিয়া ফেলে। তার কাছে একখানি ক্ষুদ্র ছুরিকা পাওয়া গিয়াছে। সে ধৃত হইয়া প্রথমে অবান্তর কথা বলিয়া পরে ব্যক্তিগত অভিযোগ জানাইবার জন্য সে এই কাজ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করে। তাহার নাম বাবুরাও লছমন কোচলে। বয়স ৩৬ বৎসর। প্রধান মন্ত্রী নেহেরুজীর অনুমানও তাই। লোকটার মাথায় ছিট আছে বলিয়া সন্দেহ করেন। প্রধান মন্ত্রী এই বিষয় লইয়া সাংবাদিক ও অন্যান্য জনগণকে এই সামান্য ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করিয়া তিলকে তাল না করিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহার স্থির মস্তিষ্কের পরিচয় দিয়াছেন।

পুলিশ তদন্ত না করিয়া ছাড়বে না—ইহা তাহাদের কর্ত্তব্য। আমরাও প্রধান মন্ত্রীর জীবনের হানি এমন কি একটু আঁচড় না লাগার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

উৎসবের উৎপাত

—০—

দ্বাপর যুগে শ্রীবৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকা ও তাঁহার সখিগণ এবং রাখাল সখাগণের সহিত ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন আবীর (ফাগ্) কুঙ্কুম প্রভৃতি রঞ্জিত দ্রব্যাদি এবং সুগন্ধি জলে রঙ মিশাইয়া পিচকারী দিয়া পরস্পর পরস্পরের গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া বাসন্তী উৎসব দোললীলা করিয়াছিলেন। বৎসর বৎসরই এই আনন্দোৎসব বাসন্তী পূর্ণিমাতে তাঁহাদের করণীয় পর্ব্বে পরিগণিত হইয়াছিল। আজিও উক্ত উৎসব ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে।

১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে এই দোল পূর্ণিমার পুণ্য দিবসে বাঙলার শেষ রাজধানী শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব ভূমিষ্ঠ হন। তদবধি বাঙলার বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে এই পর্ব্বের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাত্ত্বিক বৈষ্ণবগণ উপাস্য বিগ্রহের চরণে অর্পিত আবীর লইয়া নিজের মস্তকে ধারণ করে এবং স্বধর্ম্মী মানবগণের মুখে ও মস্তকে দিয়া আনন্দ উপলব্ধি করেন। সুতরাং দোলপর্ব্বে আবীর কুঙ্কুমাদি পরস্পর পরস্পরের অঙ্গে প্রদান করিয়া উৎসবানন্দ উপভোগ করা উৎপাত বলিয়া মনে হয় না।

সংবাদপত্র পাঠে অবগত হওয়া গিয়াছে—এবার স্বাধীন ভারতের রাজধানী দিল্লী মহানগরীতে রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহিত প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু আবীর আদান প্রদান করিয়া বসন্তোৎসব হোলী উদ্‌যাপন করিয়াছেন। রাজভবনে রাষ্ট্রপতির নাতি নাতিনীরাও সকলে প্রধান মন্ত্রীর সহিত আবীর ও রঙ খেলিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। অতি ক্ষুদ্র রাজকর্ম্মচারী বা সামান্য অবস্থার সাধারণ ব্যক্তি প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের অঙ্গে আবীর দিয়া ধন্য হইয়াছে।

কিছুদিন আগেও আমরা দেখিয়াছি বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তি কখনও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির পায়ে আবীর দিয়া প্রণাম করিয়া বয়সের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া স্বীয় সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পশ্চাৎপদ হন নাই। বর্ত্তমানে উৎসবের বীভৎসতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে প্রত্যেক শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিই এই উৎসবকে অত্যাচার বা উৎপীড়নের অনুষ্ঠান মনে করিয়া শত কাজের ক্ষতি করিয়া গৃহমধ্যে বন্দীর মত দিন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছেন।

এবার কলিকাতায় ১১০ জন উৎসবোন্মত্ত ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়া বন্দী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এলাহাবাদ সহরে এক শিখকে রঙ দিয়াছিল বলিয়া সে রঙ নিক্ষেপক বালককে কৃপাণ দ্বারা আঘাত করে। ফলে বালকটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জনসাধারণ শিখকে এত নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিয়াছে যে তাহাকেও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইতে হইয়াছে। কাটিহারে কয়েকটি সাঁওতাল রমণীকে কয়েকজন উৎসবোন্মাদ মাথায় রঙ দিয়াছিল। সাঁওতাল সমাজে নিয়ম—যদি কেহ কোনও স্ত্রীলোকের মাথায় সিঁদুর দেয় তবে সে ব্যক্তি ঐ রমণীকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইবে। সাঁওতাল নারীরা রঙদাতাদের উপর দাবি করে যে তাহারা যখন মাথায় রঙ দিয়াছে তখন তাহাদিগকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইতে হইবে। রঙ দিয়াছিল যাহারা পুলিশ তাহাদের গ্রেপ্তার করিয়াছে।

কৃষ্ণ ঠাকুর সখা ও সখিবৃন্দের গায়ে রঙ দিয়াছিলেন, মা যশোদা পিতা নন্দ প্রভৃতি গুরুজনকে কি নর্দ্দমার কাদা, হাঁড়িচাঁচা কালি, আলকাতরা দিয়া দন্তবিকাশ করতঃ আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন? এই লঘু গুরু জ্ঞানশূন্য ভদ্রবংশের ইতর কলঙ্কগুলি এই নোংরামির নজীর কাহার নিকট শিক্ষা করিল? কৃষ্ণ ঠাকুর কি সিদ্ধি, গাঁজা, মদ, তাড়ি খাইয়া ইহাদের তাহা অনুকরণ করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন? বংশমর্য্যাদার প্রতি আস্থা প্রত্যেক বালক, তরুণ ও যুবকের এইভাবে বিকৃত হইতে দিলে উৎসব সব উৎপাতে পরিণত হইয়া তিক্ততার মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। দোল যাত্রার দুই দিন পূর্ব্বে একজন আই-এ পরীক্ষার্থীর মাথায় আলকাতরা দিয়া তাহার চক্ষুতেও আঘাত করিয়া

তাহাকে হাসপাতালে যাইতে বাধা করিয়াছে। বেচারীর একটি বৎসর বৃথায় গেল। আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রার্থনা করি—এই সব পরপীড়ক উৎসবোন্মাদ দুর্বৃত্তদলের অচিরাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়া পৃথিবীর ভার লাঘব করুন।

শুভ বিবাহ

গত ২৮শে ফাল্গুন শনিবার রঘুনাথগঞ্জ কালিকা কার্মেসীর শ্রীগিরিজাপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী দীপালির সহিত মহিষমারা নিবাসী শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহ সভায় বহু নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে ভুরিভোজনে আপ্যায়িত করা হয়। আমরা নব-দম্পতির সুখসমৃদ্ধিসহ দীর্ঘায়ু কামনা করি।

জঙ্গিপুর কলেজ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার জঙ্গিপুর কলেজকে একটী সুপরিসর দ্বিতল ছাত্রাবাস নির্ম্মাণকল্পে প্রভূত অর্থ-সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ বর্ত্তমান মাসের মধ্যেই আরম্ভ হইবে। উক্ত ছাত্রাবাসে প্রথমে ৬০টী ছাত্রের থাকিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

পরলোকে গমন

গত ২৯শে ফাল্গুন রবিবার রাত্রি ৪॥০ ঘটিকার সময় জঙ্গিপুরের বনবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটির হেডক্লার্ক পদে কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। বনবিহারী বাবু সদালাপী ও মিষ্টভাষী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ২।৩ বৎসর হইতে পক্ষাঘাত রোগে ভুগিতেছিলেন। তিনি বিধবা পত্নী, দুই পুত্র, এক কন্যা ও বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

পেনিসিলিন আবিষ্কারকের জীবনাবসান

গত ১১ই মার্চ্চ পেনিসিলিন আবিষ্কারক সার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং হঠাৎ তাঁহার লণ্ডনের বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৩ বৎসর হইয়াছিল।

ডাঃ ফ্লেমিং ১৯৪৫ সালে পেনিসিলিন আবিষ্কারের জন্য নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত হন। তিনি স্বদেশে ও বিদেশে সম্মানিত হন।

শোক-সভা

"জঙ্গিপুর সরস্বতী লাইব্রেরীর কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণের ও সাধারণ সভ্যগণের এই সভা লাইব্রেরীর হিতৈষী ও প্রাক্তন সভাপতি দ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গমনে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার স্বর্গত আত্মার কল্যাণ কামনা করিতেছে।"

স্বাঃ শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সভাপতি।

১৩-৩-৫৫

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ৪ঠা এপ্রিল ১৯৫৫

১৯৫৪ সালের ডিক্রীজারী

৫৫৭ থাং ডিঃ ট্রাষ্টি রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর দিং দেং কাশিম মণ্ডল দাবি ৩৬৷৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জরুর ১-৮৮ শতকের কাত ১৫৷৶৩ আঃ ৫৲ খং ২৩ রায়ত স্থিতিবান।

৬৪০ থাং ডিঃ সেবাইত ও স্বয়ং মণিমোহন চৌধুরী দেং সুফলচন্দ্র সাহা দিং দাবি ৪৮৷৵৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কাঁকুড়িয়া ১-১৩ শতকের কাত ৮৷৶৬৷০ আঃ ২০৲ খং ১৫৫ রায়ত স্থিতিবান।

৬৪১ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৫৯৷৩ মৌজাদি ঐ ১-৯৪ শতকের কাত ১২৷৷/১৩৷০ আঃ ২০৲ খং ৩৩৫ রায়ত স্থিতিবান।

১৯৫৫ সালের ডিক্রীজারী

৬০ থাং ডিঃ রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর দিং দেং বিষ্ণুচরণ শীল দিং দাবি ২৪৷৷৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে চর এনায়েতনগর ৩৶ বিঘার কাত ৪৲ আঃ ১০৲ খং খাস ১ক, ২২৮, ২২১, ২২৩, ২২২, ২২০, ২১৯ দাগের মাথারী জমি ৩৶০ বিঘা।

১৬ থাং ডিঃ অমানো বর্দ্ধণ্যা দেং শ্যামাপদ রায় দিং দাবি ৪৩৷/৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে লক্ষ্মীপুর ২-৭৩ শতকের কাত ৬৫৷৵৬ আঃ ১০৲ খং ২৪৫

১৭ থাং ডিঃ ঐ দেং কানাইলাল রায় দাবি ২০৷৵ থানা ঐ মৌজে কুতুবপুর ১-৩৭ শতকের কাত ১৷৵৫ আঃ ১০৲ খং ১৪৩

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১১ই এপ্রিল ১৯৫৫

১৯৫৪ সালের ডিক্রীজারী

৭৪৮ থাং ডিঃ গৌরগোপাল ধর দিং দেং ব্যোমকেশ ঘোষ দাবি ১২৬৷৵৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে দক্ষিণপাড়া ৪-৯৪ শতকের কাত ২৬৲ আঃ ১০০৲ খং ৫৫২

৪৫৮ থাং ডিঃ সত্যনারায়ণ গুপ্ত দেং শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী মৃতান্তে ওয়ারিশ যোগেশচন্দ্র রায় চৌধুরী দিং দাবি ১৬৪৷৶৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাড়ালা ৩-১৭ শতকের কাত ২৩৲ আঃ ৫০৲ খং ১৮০১

৫৬০ থাং ডিঃ চন্দনমল বয়েদ দিং দেং সরোজ কুমার দাস নাঃ পক্ষে অলি পিতা গোপেশচন্দ্র দাস দাবি ৪৬৷৵৯ থানা সুতি মৌজে ভাবকী ২-০২ শতকের কাত ৪৬৷৶১৬৷০ আঃ ৬৲ খং ৭০৬

৬৭ মনি ডিঃ শ্রীনন্দন দাস দিং দেং নবদ্বীপচন্দ্র দাস দিং দাবি ২৭৫৷৷৬ থানা সুতী মৌজে ঘোড়াপাখিয়া গাজিন ২-১৪ শতকের কাত ৬৲ আঃ ১৫০৲ খং ৪৭৭ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৩৷০ শতকের কাত ১৷৵৪৷৷ আঃ ২৫৲ খং ৪৭৯ ৩নং লাট ঐ মৌজাদি ৬৭ শতকের কাত ২৷৵৩ আঃ ২৬৲ খং ২৩০

৫০ অন্য ডিঃ ইয়াকুব বিশ্বাস দেং বৈদ্যনাথ মাঝি দিং দাবি ৭৮৷৵৩ থানা সুতী মৌজে বাগডাঙ্গা ৮ শতকের কাত ।৶০ আঃ ২০৲ খং ১০৪, ৪০ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ১৩ শতকের কাত ৬০ আঃ ৩০৲ খং ৭০

১৯৫৫ সালের ডিক্রীজারী

৩৬ থাং ডিঃ সেবাইত ও স্বয়ং মণিমোহন চৌধুরী দেং বিদগ্ধগোপাল দাস দাবি ১১৭৷৵৩ থানা সুতি

মৌজে লোহারাপাড়া ২১-৮০ শতকের কাত নিজাংশে ২৩৮/১৩৷ আঃ ৫০৲ খং ৩০ রায়ত স্থিতিবান।

৩৭ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৮৷৷/৯ মৌজাদি ঐ ৬-২৪ শতকের কাত নিজাংশে ৫৷৴৩ আঃ ১৫৲ খং ২২ ঐ স্বত্ব।

৭৫ থাং ডিঃ ঐ দেং চিত্তরঞ্জন দাস দিং দাবি ১৩৷৩ মৌজাদি ঐ ৯২ শতকের কাত ২৷৷০ আঃ ৫৲ খং ২ ঐ স্বত্ব।

৬৯ থাং ডিঃ নবকুমার সিংহ দুধোরিয়া দিং দেং প্রিয়নাথ সাহা দিং দাবি ৫৪৷৷৶৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে প্রসাদপুর ১-৬৭ শতকের কাত ৭৮/০ আঃ ৩০৲ খং ৯৬ রায়ত স্থিতিবান।

৭০ থাং ডিঃ ঐ দেং সীতেশচন্দ্র দত্ত দিং দাবি ১৩৪৮/৯ মৌজাদি ঐ ৪-১০ শতকের কাত ২১৮১০ আঃ ৭৫৲ খং ১০৫ রায়ত স্থিতিবান।

৭১ থাং ডিঃ ঐ দেং হৃদয়ভূষণ চৌধুরী ওরফে ইন্দু চৌধুরী দিং দাবি ১৩৪৷০ থানা স্থতি মৌজে কাদোয়া ৩-৫৭ শতকের কাত ২১৷৷৶০ আঃ ১০৲ খং ৫২০ রায়ত স্থিতিবান।

৭ থাং ডিঃ অমানো বর্ম্মণ্যা দেং শ্যামাপদ রায় দিং দাবি ৯৮৮৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে নশীপুর ৬-৬৬ শতকের কাত ২৩/৫ আঃ ২৫৲ খং ২৩৬ অত্র মৌজা ভিন্ন ১৫৭ নং কুতুবপুর মৌজা।

১৮ থাং ডিঃ ঐ দেং বামপদ দত্ত দাবি ২০৷৵৬ মৌজাদি ঐ ১৯ শতকের কাত ১/০ আঃ ৫৲ খং ১৩৪

১৯ থাং ডিঃ ঐ দেং মহাম্মদ সেখ দাবি ১৪৵৬ মৌজাদি ঐ ৪ শতকের কাত ৮৵৩ পাই আঃ ৫৲ খং ২৫১

২১ থাং ডিঃ ঐ দেং রশুল মহাম্মদ মণ্ডল দিং দাবি ১১০৷৵৬ মৌজাদি ঐ ১৬-৭ শতকের কাত ২৫৶৬ আঃ ২৫৲ খং ৪৬

১৫ থাং ডিঃ ঐ দেং সাবিত্রীবালা দেবী দাবি ১১৮৵১০ মৌজাদি ঐ ১১৷৩ কাঠার কাত ৷৷/৩ পাই আঃ ৫৲ খং ৬১

৬২ থাং ডিঃ ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র খাঁর ট্রাষ্ট ষ্টেটের ট্রাষ্টি গণেশচন্দ্র খাঁ দিং দেং মণীন্দ্রমোহন মণ্ডল দিং দাবি ১৩১৷৬ থানা স্থতি মৌজে গাম্ভিরা ৩-৪৭ শতকের কাত ২০৸৶৬ আঃ ৪৫৲ খং ১৬৭

৬৮ থাং ডিঃ ভোরীলাল বয়েদ দিং দেং হরিপদ দাস দিং দাবি ১৩০৷৷৵৬ থানা স্থতি মৌজে ঘোড়াপাখিয়া গাঙ্গিন ১-০৯ শতকের জলকর ২০৲ আঃ ৫০৲ খং ৪

৮৫ থাং ডিঃ ঐ দেং সুবাসিনী দাসী দিং দাবি ৭৮৮৵৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কল্যাণপুর ৩-৫৬ শতকের কাত ১১৷৯ আঃ ২৫৲ খং ২১২

৮৬ থাং ডিঃ ঐ দেং শঙ্করী হালদার দিং দাবি ২৯৮৵৩ থানা ঐ মৌজে ঐ সেঃ গদাইপুর ১-৭৩ শতকের কাত ৫৶/১০ আঃ ১৫৲ খং ২০৩

৮৭ থাং ডিঃ ঐ দেং ললিতমোহন মুখার্জ্জি দিং দাবি ২৩৮৶০ মৌজাদি ঐ ১-৬২ শতকের কাত ৩৷৷/৩ আঃ ১০৲ খং ২০২

১০৪ থাং ডিঃ অন্নপূর্ণা রায় দেং শ্বেতবরণী দাসী দিং দাবি ৩৬৮৵০ থানা স্থতী মৌজে গোপালনগর ১ একরের কাত খারিজ বাদে ৪৮৶০ আঃ ১০৲ খং ২০৩ অধীনস্থ খং ২০৪, ২০৫, ২০৬

১০৫ থাং ডিঃ ধরমচাঁদ সেরাওগী দিং দেং সিদ্ধেশ্বর ঘোষাল দাবি ২১৮৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সেকন্দরা ৩১ শতকের কাত ২৮১০ আঃ ২০৲ খং ১১৫২

৯৭ থাং ডিঃ মোজাফ্ফর সেখ দিং দেং মেহের আলি সেখ দিং দাবি ১৪/১৫ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে পিয়ারাপুর ৭৷৷০ শতকের কাত ৮৶০ খং ৩১১

৮৪ থাং ডিঃ গৌরীশঙ্কর রায় দেং নির্ম্মলাবালা দেবী দাবি ৪৫০/১৮ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কাশিয়াডাঙ্গা খং নং ৩৩৫ অধীনস্থ খং ৩৩৬, ৩৩৯, ৩৪১, ৩৪৪, ৩৪৮ খং ৩৫০ নাঃ ৩৫৬, ৩৬০ অধীনস্থ খং ৪৬৯ খং ৫৬১ অধীনস্থ ৫৬২, ৫৬৩ খং ৫৯৩ অধীনস্থ ৫৯৪ ৫১৯, ৫২৩ অধীনস্থ ৫২৪ ২নং লাট থানা ঐ মৌজে দিয়াড় রাণীনগর খং ২৮ অধীনস্থ ২৯ ৩নং লাট মৌজা চামুণ্ডা খং ৯৫ অধীনস্থ ৯৬, খং ১৯৯ অধীনস্থ খং ২০০—২০৩ ৪নং লাট মৌজা কাঞ্চনপুর খং ২৩৬ মৌজা বাগপাড়া ২০৮ খং ২৪৯, ২৫০ ৫নং লাট মৌজা চাঁদপাড়া খং ১২২৭৷২ অধীনস্থ ১২২৭৷৩ ৬নং লাট মৌজা ইলিমপুর খং ৪৮১ অধীনস্থ খং ৪৮২ নাঃ ৪৯৩ উক্ত মৌজার মোট জমি ২৬-৫৩ শতক মোট জমা ৮০৮৶১৫৷৷ আঃ ২৫৲

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত নিলামের দিন ১৮ই এপ্রিল ১৯৫৫

১৯৫৪ সালের ডিক্রীজারী

২১১ থাং ডিঃ ম্যানেজার রণেন্দ্রনারায়ণ বাগচী দেং মন্মথ সাহা দিং দাবি ৯৮৮৵৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে খেরুর ৩-৯৫ শতকের কাত ১৬৮/৪ আঃ ৪০৲ খং ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০৫, ২৮৪

২৫৮ থাং ডিঃ সুধীরেন্দ্রনাথ রায় দেং জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় দিং দাবি ৪০৷৶০ থানা সাগরদীঘি মৌজে কিঃ নিম্পিবিড়ল ৪৪ শতকের কাত ১৲ আঃ ৫৲ খং ২৮০

২৮৯ থাং ডিঃ বিমলসিংহ কুঠারী দেং আশালতা দাসী দিং দাবি ৪৮৷০ থানা সাগরদীঘি মৌজে খাড়ুগ্রাম ৩-১৩ শতকের কাত ২৪৲৯ আঃ ২০৲ খং ২৪৭

৩৫৮ থাং ডিঃ ঐ দেং উজির মণ্ডল দিং দাবি ১৩৬৷/৬ মৌজাদি ঐ ৭-০৯ শতকের ৪৩৷৷/৬ আঃ ১০৲ খং ৩১৭

৩৯৯ থাং ডিঃ বীরেন্দ্রনাথ মহাতা দেং মোহিনীমোহন রায় দিং দাবি ১৮৮/৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে রমণা সেখদীঘি ৬৯ শতকের কাত ৫৷/৮ আঃ ৫৲ খং ৫৪১ অধিনস্থ ৫৪২—৫৪৭

৩২ স্বত্ব ডিঃ নেহালিয়া ট্রাষ্ট ষ্টেটের ট্রাষ্টি রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর দিং দেং শশিভূষণ মাহারা দিং দাবি ১৫৮৵৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে নওপাড়া ২১ শতকের কাত ২৲ আঃ ৫৲ খং ৩৬৫

৭৭ থাং ডিঃ শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য দিং দেং বীণাপাণি দাসী দিং দাবি ৪৩৷৵৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে অলঙ্কার ২৩২ শতকের কাত ৬/৯ আঃ ১৫৲ খং ২৮০

৭৮ থাং ডিঃ ঐ দেং হাজি মহাম্মদ ইয়াদ হোসেন দাবি ৩৩৷৬ থানা ঐ মৌজে পাউলী ১-২৩ শতকের কাত ৪৷৷০ আঃ ১০৲ খং ২৭৫

৮০ থাং ডিঃ ঐ দেং আবেল হোসেন সেখ দিং দাবি ২৩৷৶৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে পোপাড়া ৭ শতকের কাত ২৷০ আঃ ৫৲ খং ১২৭৭

৮১ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৪/৬ মৌজাদি ঐ ৪ শতকের কাত ৷৶৩ আঃ ৫৲ খং ১২৭৮

পরলোকে

—•—

জঙ্গিপুর বারের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল বাবু দ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ২৭শে ফাল্গুন শুক্রবার রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি প্রায় বৎসরাধিক কাল রক্তের চাপে শয্যাগত অবস্থায় ছিলেন।

আবাল্য দরিদ্রতার সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বীয় পারদর্শিতার গুণে দৈন্য বিজয় করিয়া সচ্ছল উন্নত গার্হস্থ্য-সুখ সম্পদ লাভ তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক। তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গত রামদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কা-গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি জঙ্গিপুরে আসিয়া টোল অফিসে পশ্চিমদেশীয় মহাজনগণের বাণিজ্য-তরণীর শুল্ক দিয়া নৌকা ছাড় করাইবার এজেণ্ট (মোক্তার) এর কাজ করিয়া কায়ক্লেশে দিনপাত করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী কালীপদ ও দ্বিজপদ দুই পুত্র এবং দুই কন্যা লইয়া অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া সন্তানদের বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। কালীপদ ছাত্রাবস্থা হইতেই পিতার পরিত্যক্ত মহাজনদের এজেণ্টের কাজ করিয়া পিতার উপার্জ্জন বজায় রাখিয়া মায়ের কথঞ্চিৎ দুঃখের লাঘব করিতেন। কালীপদ বহরমপুরে কলেজে পড়িতে গেলে বালক দ্বিজপদ নৌকা ছাড় করার কাজ করিতেন। স্কুলে প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কালীবাবু প্রথমে জঙ্গিপুরে শিক্ষকতা ও পরে মোক্তারী করিয়া উপার্জ্জন করিতেন। দ্বিজপদ বাবু উকীল হইলেন। বিলক্ষণ খ্যাতির সহিত অগ্রজের সহিত একান্নে থাকিয়া অবস্থার উন্নতি করেন। লোকহিতকর নানা অনুষ্ঠানের সহিত উভয় ভ্রাতাই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বহুদিন একান্নে থাকিয়া সম্পন্ন গৃহস্থ হইয়া বিনা বিবাদ বিসম্বাদে পৃথক হইয়াছিলেন। কালীবাবু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পরলোক গমন করেন। কালীবাবু ও দ্বিজবাবুর অপূর্ব্ব মাতৃভক্তি আদর্শ স্থানীয় ছিল। দ্বিজবাবু যখন মোটর গাড়ী কিনিলেন সকলের আগে মাতৃদেবীকে সেই গাড়ীতে চড়াইয়া পরে নিজে তাহা ব্যবহার করিয়াছিলেন।

তিনি বহুদিন মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী ও জঙ্গিপুর হাই স্কুলের ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। সভা সমিতিতে ইংরাজী বা বাঙ্গলায় তাঁহার বাচনভঙ্গী সুন্দর ছিল। তিনি চিরদিনই মিষ্টভাষী ও সুবক্তা বলিয়া পরিচিত। জঙ্গিপুর তাঁহার অভাব চিরদিন অনুভব করিবে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় উকীল এবং তিনিই বর্ত্তমানে জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান, মধ্যম পুত্র নৃসিংহপদ সেটেলমেণ্ট বিভাগে কাজ করেন, তৃতীয় পুত্র সুকুমার উকীল বর্ত্তমানে উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে গিয়াছেন ও কনিষ্ঠ পুত্র জগন্নাথ লেখাপড়া করিতেছে। তিনি বিধবা পত্নী, ৪ পুত্র, ৮ কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী ও বহু আত্মীয় স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল সত্তরের উপর। আমরা তাঁহার বিয়োগবিধুর স্বজনগণের শোকোপনোদন ও পরলোকগত আত্মার চিরশান্তির জন্য ভগবচ্চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি।

———

তাঁতের কাপড় কিনুন

* দেখতে সুন্দর
* বুনানে মজবুত
* দামে সস্তা

পশ্চিমবঙ্গ শিল্পাধিকার, কলিকাতা
কর্তৃক
তাঁত শিল্পের উন্নয়নকল্পে প্রচারিত।

বিজ্ঞপ্তি

ম্যাজিষ্ট্রেট-ইন-চার্জ্জ বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছেন যে ইংরাজী ১৯৫৫ সালের ২২শে মার্চ তারিখে বেলা দুই ঘটিকার সময় বহরমপুর কোর্ট মালখানায় বাজেয়াপ্ত বন্দুক প্রভৃতি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করা হইবে।

———

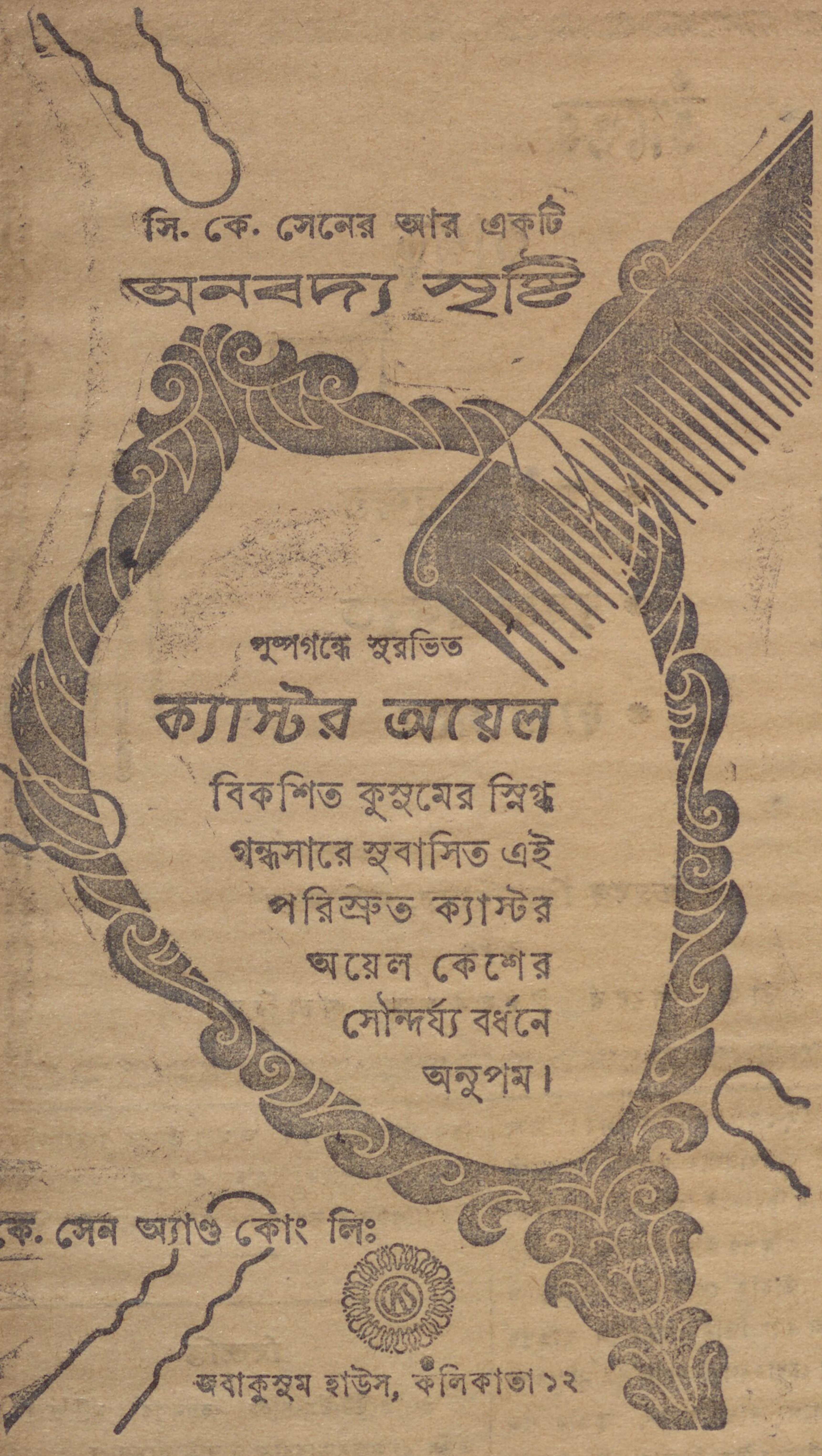

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৩১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১॥০ টাকা ও মাশুলাদি ৴০ এক টাকা এক আনা।

সোল এজেণ্ট ঃ— **ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডে কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত